Advance Trade VAT (ATV)

Advance Trade VAT কি?

এটিভি হলো মূলত: ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট। ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট আদায় করা আমাদের দেশে বেশ কঠিন। কারণ, আমাদের দেশে এ্যাকাউন্টিং সিস্টেম স্ট্যান্ডার্ড নয়। তাছাড়া, মূসক প্রশাসনে জনবলের অভাব রয়েছে। এ সকল কারণে, ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট আমদানি পর্যায়ে অগ্রীম আদায় করে নেয়া হয়। আমদানি পর্যায়ে আদায় করা এই ভ্যাটকে এটিভি বলা হয়। বর্তমানে এটিভি'র হার ৩%। এটিভি ৩% হওয়ার কারণ হলো, ব্যবসায়ী পর্যায়ে ২০% মূল্য সংযোজন হবে অনুমান করে, ২০% এর ওপর ১৫% অর্থাৎ মোট মূল্যের ওপর ৩% এটিভি আদায় করা হয়। আমদানি পর্যায়ে এটিভি হিসাবে করার সূত্র নিম্নরূপ:

ATV: Assessable Value + CD + SD (যদি থাকে) + RD (if applicable) = যা হয় এর ওপর X 20% হিসাব করে পূর্বের এ্যামাউন্টের সাথে যোগ করতে হবে। এর ওপর X 3% = ATV

Tk 10,000.00 + 2,000.00 (CD) + 3,600.00 (SD) = 15,600.00 X 20% = 3,120.00. 15,600.00 + 3,120.00 = 18,720.00 x 3% = 561.60 ATV.

এটিভি সংক্রান্ত বর্তমানে প্রচলিত এসআরও নিম্নে দেয়া হলো:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতয়ি রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা
[মূল্য সংযোজন কর]

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/ ১০ জুন, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এসআরও নং ২০৭-আইন/২০১০/৫৫৬-মূসক।- মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৭২, ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এতদ্বারা নিম্নলিখিত বিধিমালা প্রণয়ন, করিল:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা।- এই বিধিমালা বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমাদানিকৃত পণ্যের পরবর্তী সরবরাহের ওপর আরোপণীয় মূল্য সংযোজন কর [অগ্রিম আদায় [Advance Trade VAT(ATV)]] বিধিমালা, ২০১০ নামে অীভহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা। - বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) "আইন" অর্থ মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২ং আইন);

(খ) " বাণিজ্যিক আমদানিকারক" অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা(থথ) এ বর্ণিত "বাণিজ্যিক আমদানিকারক";

(গ) "বিল অব এন্ট্রি" অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফঅ (দদদ) এ বর্ণিত "বিল অব এন্ট্রি";

(ঘ) "প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক" অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (থ) এ বর্ণিত "প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক"

(ঙ) "মূসক" অর্থ আইনের ধারা ৩ এ বর্ণিত মূল্য সংযোজন কর;

(চ) "মূসক কর্মকর্তা" অর্থ আইনের ধারা ২০ এর অধীন নিযুক্ত কোনো মূল্য সংযোজহন কর কর্মকর্তা;

(ছ) "নিবন্ধন" অর্থ আইনের ধারা ১৫ এ বর্ণিত "নিবন্ধন"।

৩। প্রয়োগ ও অপ্রযোজ্যতা ।- (১) বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যের পরবর্তী সরবরাহের ওপর প্রদেয় মূসক বিধি ৬ এর বিধান অনুযায়ী [আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম পরিশোধযোগ্য] হইবে।

[(২) মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এ বিধৃত ফরম "মূসক-১" বা ফরম "মূসক- ১ক" বা ফরম "মূসক-১ঘ" বা ফরম "মূসক-১ঘ" বা ফরম "মূসক-৭" এর মাধ্যমে নিবন্ধিত উৎপাদক বর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণ ও মূলধনী যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ এর ক্ষেত্রে এবং পণ্য পরিবহণে ব্যবহৃতব্য সমুদ্রগামী জাহাজ আমদানির ক্ষেত্রে এই বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে না।]

৪। মূসক কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান।- এই বিধিমালার অধিন প্রদেয় মূসক [অগ্রিম আদায়ের] উদ্দেশ্যে কমিশনার অব কাস্টমস ও কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর তাহার অধিক্ষেত্রে কর্মরত মূসক কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে কোনো কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদানসহ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারিবেন।

৫। মূসক নিরুপণ।- (১) বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যের পরবর্তী সরবরাহের ওপর আরোপণীয় মূসক উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত হারে নিরুপিত হইবে।

(২) বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক পণ্য আমদানির সময় শুল্ক স্টেশনে দাখিলকৃত বিল অব এন্ট্রিতে শূল্ক কর্মকর্তা কর্তৃক পণ্যের অনুমোদিত শুল্কায়নযোগ্য মূল্য (Assessable Value) এর সহিত আমদানি শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক, যদি থাকে, গণনা করিয়া উহার সহিত ২০ (বিশ) শতাংশ মূল্য সংযোজনপূর্বক সর্বমোট মূল্যের ওপর ৩ (তিন) শতাংশ হারে মূসক [১][অগ্রিম আদায়] করিতে হইবে।

৬। মূসক কর্তন পদ্ধতি ।-(১) বিধি ৫ এর উপ-বিধি (২) এর অধীনে নিরুপিত মূসক আমদানি শুল্ক স্টেশনে আমদানিকৃত পণ্য চালানের বিল অব এন্ট্রি শুল্কায়ন সমাপ্ত হওয়ার পর চালান খালাসের অনুমোদন প্রদানের পূর্বে উৎসে কর্তন করিতে হইবে।

(২) কোনো বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে [১][অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ] করিবার পর প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে বিভাগীয় কর্মকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষে আমদানিকৃত পণ্য সরবরাহ করিলে যদি প্রদেয় মূল্য সংযোজ কর অপেক্ষা গৃতীত রেয়াতের পরিমাণ বেশি হয় তবে তিনি আইনের ধারা ৬৭ এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৩৪ক অনুসরণপূর্বক অতিরিক্ত পরিশোধিত কর ফেরত দাবি করিতে পারিবেন।

(৭) রহিতকরণ ও হেফাজত ।- এতদ্বারা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৫ই ভাদ্র ১৪১১/৩০ আগস্ট ২০০৪ তারিখের এসআরও নং-২৬০-আইন/২০০৪/৪৩১-মূসক এর মাধ্যমে জারিকৃত আমদানিকৃত পণ্যের ওপর, পণের বিনিময় বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে, আরোপনীয় মূল্য সংযোজন কর (অগ্রিম পরিশোধ) বিধিমালা, ২০০৪ রহিত করা হইল। তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরুপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উহার অধীনৈ অনিস্পন্ন কোনো কার্যক্রম এমনভাবে অব্যাহত থাকিবে যেন উহা রহিত হয় নাই।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

ড. মোঃ সহিদুল ইসলাম

প্রথম সচিব (মূসক-নীতি ও বাজেট)

www.vatbd.com

এটিভি সংক্রান্ত বর্তমানে প্রচলিত সাধারণ আদেশ নিম্নে দেয়া হলো:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা।
[মূল্য সংযোজন কর]
আদেশ

সাধারণ আদেশ নং-৫৯/মূসক/২০১১ তারিখঃ ০৯ জুন, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৭৮-আইন/২০১১/৬০১-মূসক তারিখ-০৯জুন, ২০১১ এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যের পরবর্তী সরবরাহের উপর আরোপীয় মূল্য সংযোজন কর (উৎস কর্তন) বিধিমালা, ২০১০ সংশোধন করা হয়েছে।

০২। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২ এর দফা (থথ) এ বাণিজ্যিক আমদানিকারকের সংজ্ঞায় উলেখ করা হয়েছে যে, ''বাণিজ্যিক আমদানিকারক'' বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে, যিনি তৎকর্তৃক প্রথম তর্ফসিলে উলিখিত পণ্য ব্যতীত অন্য যেকোনো পণ্য আমদানিপূর্বক পণ্যের কোনরূপ আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বা গুণগত পরিবর্তন না করিয়া পণের বিনিময়ে অন্যকোনো ব্যক্তির নিকট বিক্রয় বা অন্যবিধভাবে হস্তান্তর করেন।

এই সংজ্ঞা অনুসারে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে পণ্য হস্তান্তরিত হইলেও উক্ত ক্ষেত্রসমূহে অনুচ্ছেদ-১ এ উলিখিত বিধিমালা অনুসারে আমদানিকৃত পণ্যের পরবর্তী সরবরাহের উপর অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর [Advance Trade VAT (ATV)] আদায়যোগ্য হবে না;

(ক) সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, জাতিসংঘভুক্ত সংস্থা, দূতাবাস, বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিক্রয়/ হস্তান্তরের জন্য নহে এমন আমদানিকৃত পণ্য;

(খ) Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর section 13 এর অধীনে বন্ড লাইসেন্স বা বন্ড রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান, প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ডিপোমেটিক বন্ডেডওয়্যার হাউস কর্তৃক বন্ড লাইসেন্সের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য;

(গ) সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিক সংস্থা, ব্যাংক, বীমা ও এনজিওতে দরপত্র বা কার্যাদেশের ভিত্তিতে যোগানদার হিসেবে সরবরাহের উদ্দেশ্য আমদানিকৃত পণ্য;

(ঘ) Customs Act, 1996 (Act IV of 1969) এর অধীনে প্রণীত যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ বিধিমালার আওতায় বিক্রয়/হস্তান্তরের জন্য নহে এমন আমদানিকৃত পণ্য;

(ঙ) The Presidents (Remunaretion and Previliges) Act 1975 অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য;

(চ) মাননীয় সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক অব্যাহতি সুবিধার আওতায় আমদানিকৃত গাড়ি অথবা জিপ;

(ছ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এসআরও নং- ৬১-আইন/৯২/১৪৪৪/শুল্ক তারিখ: ১৭/০৩/১৯৯২ এর আওতায় ত্রাণ হিসেবে আমদানিকৃত পণ্য;

(জ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-৩৬-আইন/৯৩/১৫০২/শুল্ক তারিখ: ১৫/০২/১৯৯৪ এর আওতায় অন্ধ ও বধিরদের জন্য আমদানিকৃত পণ্য;

(ঝ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং 9(41) NBR/Cus-IV/72/246 dt. 10.04.1981 এর আওতায় ডিফেন্স স্টোর হিসেবে আমদানিকৃত পণ্য ;

(ঞ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এসআরও নং- ৫৪২ এল/৮৪/৮৮৬/কাস তারিখ: ১০/১২/১৯৮৪ এর আওতায় সাময়িক আমদানি হিসেবে আমদানিকৃত পণ্য; এবং

www.vatbd.com

(ট) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের ভিত্তিতে সরকারি প্রকল্পের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য।

০৩। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালঅ, ১৯৯১ এর বিধি ৩৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ আদেশ জারী করা হলো।

০৪। এতদদ্বারা অত্র বোর্ডের ১০ জুন, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ তারিখের সাধারণ আদেশ নং- ২১/মূসক/২০১০ রহিত করা হইল।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে
[ড. মোঃ সহিদুল ইসলাম]
প্রথম সচিব (মূসক-নীতি ও বাজেট)

এটিভি সংক্রান্ত কতিপয় টিপস:

১। আমদানি পর্যায়ে এটিভি পরিশোধ করে আসার পর, ব্যবসায়ী পর্যায়ে পণ্য বিক্রির নিয়ম।

আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত ১৫% ভ্যাট এবং ৩% এটিভি রেয়াত নিতে হলে ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য ঘোষণা প্রদান করে ১৫% ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। ভ্যাট সংক্রান্ত সকল দলিলাদি সংরক্ষণ করতে হবে। তাহলে, ১৫% ভ্যাট এবং ৩% এটিভি রেয়াত নেয়া যাবে। মূল্য ঘোষণা না দিয়ে, ব্যবসায়ী পর্যায়ে ২% ভ্যাট পরিশোধ করে পণ্য বিক্রি করা যায়। সেক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত ১৫% ভ্যাট এবং এটিভি রেয়াত পাওয়া যাবে না। ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য সংযোজন যদি ২০% হয়, তাহলে মূসক প্রদান করতে হবে না। "মূসক-১১" চালানে সীল দিয়ে পণ্য বিক্রি করতে হবে। সীলে উলেখ থাকবে যে, "এ চালানপত্রে প্রদর্শিত মূসক . . . . . কাস্টম হাউস/স্টেশনের বিল-অব-এন্ট্রি নং-. . . . . তারিখ: . . . . . এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে।"

২। দরপত্রের বিপরীতে আমদানিকৃত পণ্য সরবরাহ।

দরপত্রের বিপরীতে পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করে সরবরাহ করার ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে এটিভি প্রযোজ্য হবে না। এ বিষয়টি অনেকের জানা না থাকার কারণে আমদানি পর্যায়ে এটিভি আদায় করা হয়। পরবর্তীতে সরবরাহ পর্যায়ে আবার উৎসে মূসক কর্তন করার সময় জটিলতার সৃষ্টি হয়। নিয়ম হলো, এমন ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে পণ্য শুল্কায়নের সময় দরপত্র বা কার্যাদেশ দাখিল করতে হবে। তাহলে আমদানি পর্যায়ে এটিভি কর্তন করবে না। [পূর্বের আদেশের অনুচ্ছেদ নং-২(গ) দেখুন]। সরবরাহ পর্যায়ে যোগানদার হিসাবে ৪% মূসক উৎসে কর্তন করবে।

৩। শিল্পের উপকরণ এবং মূলধনী যন্ত্রপাতির ওপর এটিভি প্রযোজ্য হবে না।

উপরের এসআরও অনুসারে "মূসক-৭" ফরমে উলিখিত মূলধনী যন্ত্রপাতি; "মূসক-১", "মূসক-১ক", এবং "মূসক-১ঘ" ফরমে উলিখিত উপকরণের ওপর এটিভি প্রযোজ্য হবে না। উক্ত পণ্য আমদানি করতে হলে, আমদানি পর্যায়ে পণ্য শুল্কায়নের সময় মূসক বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত উক্ত ফরমসমূহ দাখিল করতে হবে।

www.vatbd.com

www.vatbd.com